জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলা

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রাত লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য /০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক। নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতলা)

৪২শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩১শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৬২ ইংরাজী 17th Aug. 1955 { ১৪শ সংখ্যা

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

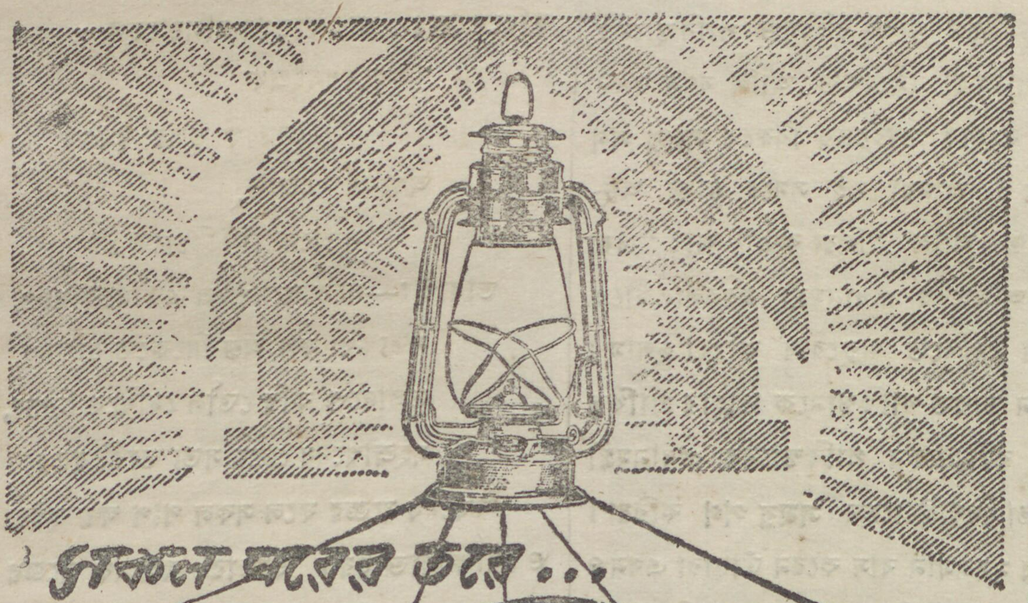

C. P. SERVICE

নূতন বীমার কাজে

বিপুল সাফল্য

১৯৫৪ সালে

৩০ কোটি টাকার উপর

জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই **হিন্দুস্থানের** প্রতিষ্ঠা এবং গত ৪৮ বৎসর ধরিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া ইহা নূতন গৌরব অর্জন করিয়াছে এবং দেশ ও দশের সেবায় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছে ত্রিবিধ নিরাপত্তার ভিত্তি ঃ

★ *সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিচালনা ;*
★ *জনসাধারণের অবিচলিত আস্থা ;*
★ *লগ্নী ব্যাপারের নিরাপত্তা।*

বোনাস { আজীবন বীমায় ১৭৷৷০
মেয়াদী বীমায় ১৫৲

প্রতি বৎসর প্রতি হাজার টাকার বীমায়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড,

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্

৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬২ সাল।

স্বাধীনতা দিবস

—০—

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট এক ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্থান এই দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুইটি পৃথক স্বাধীনতা লাভ করিল। এই স্বাধীনতার নাম হইল "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্"। এই ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশ খণ্ডিত হয় নাই, কেবল বাংলা ও পাঞ্জাব এই দুই প্রদেশের অদৃষ্টে ছিল ছেদন-ক্লেশ। বাংলার পূর্ব্ব অংশ এবং পাঞ্জাবের পশ্চিম অংশ পড়িল পাকিস্থানের ভাগে।

স্বাধীনতা দিবস ১৯৪৭।১৪ই আগষ্ট পাকিস্থানে অর্দ্ধচন্দ্র ও তারকাযুক্ত ইশ্লাম পতাকা উড্ডীন হইয়া যাঁহারা "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান" আওয়াজে আকাশ বাতাস মুখরিত করিতেন তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিল। ভারত ইউনিয়নে কংগ্রেসী তেরঙ্গা পতাকা উড়িয়া নির্দ্দেশ দিল 'জয় কংগ্রেসের জয়'। উৎসবের দিন অর্থাৎ ১৫ই আগষ্ট বাংলার খুলনা জেলায় উড়িল তেরঙ্গা পতাকা আর মুর্শিদাবাদ জেলায় উড়িল অর্দ্ধচন্দ্র ও তারকা নিশান। কিন্তু এই দুই জেলার ভাগ্য তখনও নির্ণয় হয় নাই। র‍্যাডক্লিপ সাহেবের লেখনীর উপর ইহাদের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। ১৮ই আগষ্ট বেতারে শোনা গেল—মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পূর্ণ ভারত ডোমিনিয়নে এবং খুলনা জেলা পাকিস্থানে স্থান পাইল। স্বাধীনতা উৎসবের দিনও এই দুই জেলার অদৃষ্ট টলটলায়মান অবস্থায় ছিল।

ভারত-রাজ্য কংগ্রেস শাসনাধীনে এই দীর্ঘ আট বৎসর যার যেমন বিধিলিপি সেই অবস্থায় কাটাইয়া দিয়াছে। সাধারণ নির্ব্বাচন শেষ করিয়া সাধারণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রাজ্যপরিচালনার মূল শক্তিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী প্রথম হইয়াছিলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তিনিই এই দীর্ঘ আট বৎসর কাল প্রধানমন্ত্রীর উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। শাসক সম্প্রদায় কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া আজিও শাসনাধিকার ভোগ করিতেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মোস্লেম লীগ দল পাকিস্থান শাসনের অধিকার পাইলেও পাকিস্থানের সাধারণ নির্ব্বাচন দীর্ঘকালেও হওয়া সম্ভব হয় নাই। ভারতবর্ষের দুই অংশই ইংরাজ একই সময়ে পরিত্যাগ করিয়া গেলেও পাকিস্থানের গবর্ণর নিয়োগের সময় এখনও ইংলণ্ডের রাণীর বিনা অনুমোদনে নিয়োগের উপায় নাই।

সমর্পণ ও সমর পণ

পাকিস্থান যখন যে কোন অভাবে পড়িয়াছে, ভারতের নিকট সেই অভাব জ্ঞাপন করা মাত্র ভারত কোনও কায়দা না করিয়া সরলচিত্তে তাহা **সমর্পণ** অর্থাৎ প্রদান করিয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী এ বিষয়ে মুক্তহস্ত। সকলেরই মনে আছে যে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় পরস্পর মিত্রতা বজায় রাখিবার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেও পাকিস্থানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি যখন তখন মুষ্টি দেখাইয়া তাঁহার ভারতের বিরুদ্ধে **সমর পণ** ব্যক্ত করিতেন। আমরা সেই সময়ে চুক্তি অনুসারে লিয়াকত আলি "লিয়া কত" আর "দিয়া কত" তাহা আমাদের প্রধানমন্ত্রী জহরলালজীকে হিসাব করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। সুতরাং যেখানে ভারত পাকিস্থানকে তাহার প্রার্থিত দ্রব্য **সমর্পণ** করিয়াছেন পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী তাহার কৃতজ্ঞতা দেখাইয়াছেন **সমর পণ** করিয়া। ভারতে যে সব মুসলমান বাস করেন তাঁহারা এখনও এখানে জমিজমা ক্রয় করিতেছেন, আর পাকিস্থানের হিন্দুরা যথাসর্ব্বস্ব ফেলিয়া মান প্রাণ লইয়া ভারতে পলাইয়া আসিয়া উদ্বাস্তু হইয়া অতি কষ্টে দিনযাপন করিতেছেন। উভয় রাজ্যে শাসকবর্গের স্বভাব অনুসারে সংখ্যালঘুদলের অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

ভারতের স্থূল ধর্ম্মজ্ঞাপক বাক্য

"সত্যমেব জয়তে"

যদি ভারতবাসী এই বাক্যের সার্থকতা বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে পারে তবে ভারতরাজ্য স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে।

ইংরাজের আমল হইতে এদেশে মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পরিধেয় নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এক জাতীয় অসাধু ব্যবসায়ী লোভী রাজকর্ম্মচারীদের উৎকোচ দিয়া প্রলোভিত করতঃ মুনফা শিকার করার হীন পন্থা অবলম্বন করিয়া সাধারণ মানুষের দুর্গতির সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর কতিপয় মনুষ্যত্ববিহীন শাসক ব্যবসায়ীদের সহিত যোগ করিয়া খাদ্যে নানাবিধ ভেজাল মিশাইবার প্রথা প্রচলন করে। আমরা অবনত মস্তকে ভারতের খাদ্যমন্ত্রী মরহুম রফি আহম্মদ কিদোয়াই সাহেবের দেবোপম আত্মার প্রতি এই স্বাধীনতা দিবসে কণ্ট্রোল-কণ্টক উৎপাটনের জন্য সর্ব্বপ্রথম শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। প্রত্যেক রাজপুরুষকে "সত্যমেব জয়তে" বাক্যটির গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করি।

"সত্যমেব জয়তে" বাক্যটি স্বাধীন ভারত সরকার কর্ত্তৃক সমস্ত সরকারী কাগজের শীর্ষদেশে স্থান পাইয়া রাজ্যের সত্যপরায়ণতা ঘোষণা করিতেছে। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

"অশ্বমেধসহস্রঞ্চ
সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং।
অশ্বমেধ সহস্রাত্তু
সত্যমেবাতিরিচ্যতে॥"

ভাবার্থ :—সহস্রাশ্বমেধফল একদিকে দাও,
সত্যকথা ফল অন্য দিকেতে চাপাও,
তুলাদণ্ডে করি তৌল দেখিবে নিশ্চয়,
সহস্রাশ্বমেধ চেয়ে সত্য ভারী হয়।

অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলে সকল পাপ ক্ষয় হইয়া স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ হয়। হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল তুলাদণ্ডের একদিকে দিয়া সত্যকথার ফল অন্য দিকে চাপাইয়া ওজন করিলে হাজার অশ্বমেধের ফল অপেক্ষা সত্যই ভারী হইবে।

সত্যপন্থী সাজিয়া অসত্য ব্যবহার করিলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। ধার্ম্মিকের ভান করিয়া অধর্ম্মাচরণকারী নিজের পতন ডাকিয়া আনে।

স্বাধীনতার পুণ্যাহ উৎসবে ভারতের রাজপুরুষ ও প্রজাসাধারণকে অসত্যের জাজ্বল্যমান দুর্গতির দৃষ্টান্ত দেখিতে অনুরোধ করি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির এক বৎসর পূর্ব্বে বাংলার প্রধান মন্ত্রী নিজের

ক্ষমতায় আত্মহারা হইয়া স্বসম্প্রদায়ের মঙ্গলার্থ এবং অন্য সম্প্রদায়ের ধ্বংস কামনা করিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action) নাম দিয়া হঠাৎ অন্য সম্প্রদায় নিধন সংকল্প করিয়া নিরীহ নরনারী ও শিশু হত্যা এবং তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব লুটতরাজ সুরু করিলেন। অন্য সম্প্রদায় আক্রান্ত হইবার পর সচেতন হইয়া পাল্টা আক্রমণ সুরু করিল। অত্যাচারী মিথ্যাশ্রয়ী দুরাত্মা মন্ত্রী তখন নিজের সমস্ত বলবুদ্ধি এবং রাজশক্তি প্রয়োগ করিয়াও দেখিলেন স্ব-সম্প্রদায়ের লোকই অপর সম্প্রদায় অপেক্ষা বহুগুণ বেশী মরিয়াছে। ফলে এই দুর্বৃত্ত উভয় সম্প্রদায়ের অভিসম্পাত লাভ করিয়া স্বাধীনতা লাভের পরও স্বসম্প্রদায় কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া "ধোবীকা কুত্তা—না ঘরকা না ঘাটকা" অবস্থায় দীর্ঘকাল কাটাইয়া সম্প্রতি যেভাবে আশান্বিত হইয়া নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হইয়া স্বকর্ণী লেহন (ঠোঁট চাটা) করিয়া "সত্যের জয় ও অসত্যের পরাজয়" বাক্যের সত্যতার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সত্যাশ্রয়ী সম্প্রদায়ের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন।

ভারতের প্রতিবেশী রাজ্য ভারতের সহিত একদিনে স্বাধীনতা লাভ করিয়া ভারতের সহিত স্বাধীনতার দিনে কিভাবে শঠ মিত্রের অভিনয় করিয়া কি শান্তির ক্রোড়ে সুখভোগ করিতেছে, তাহা খবরের কাগজের পাতা উল্টাইলেই উপলব্ধি হইবে। পাকিস্থানের বদ্ধমুষ্টিপ্রদর্শক প্রাক্তন মন্ত্রী লিয়াকত আলি নিহত। পরবর্ত্তী মন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলির বর্ত্তমান দশা দেখিলেই বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে প্রধান মন্ত্রীত্বের আসনে কি আজগুবী খেলা চলিতেছে। সুতরাং "সত্যমেব জয়তে" এই মহাবাক্যটি তাচ্ছল্য করিবার নহে। ভারত সাম্রাজ্যের মূলমন্ত্র "সত্যমেব জয়তে" যেন প্রত্যেক ভারতবাসী বিস্মৃত না হয়।

আইনসভার আসনশুদ্ধি

পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি সদস্য স্বদল ছাড়িয়া কংগ্রেসে যোগ দিয়া কংগ্রেসী হইয়াছেন। তাঁহারা কংগ্রেসবিরোধী ভোটারগণের ভোটে নির্ব্বাচিত হইয়া সদস্যপদ লাভ করিয়াছেন। ভেক লইয়া বৈষ্ণব হওয়া যায় কংগ্রেসীদের তো ভেক দিবার ব্যবস্থা নাই। নব দীক্ষিত সদস্যগণ তাঁহাদের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়া নূতন করিয়া নির্ব্বাচিত হউন নচেৎ এ যেন "ফাউল গেম" হইতেছে বলিয়া লোকে নিন্দা করিবে।

জঙ্গিপুরে স্বাধীনতা দিবস

গত ১৫ই আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুরে স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতে প্রভাতফেরী সহর প্রদক্ষিণ করে। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে, মিউনিসিপ্যাল অফিসে, সরকারী অফিসসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা 'বন্দেমাতরম্,' 'স্বাধীন ভারত কী জয়' প্রভৃতি ধ্বনি করিতে করিতে সহর প্রদক্ষিণ করে। শিক্ষকগণ সুষ্ঠুভাবে উহা পরিচালনা করেন।

মিউনিসিপ্যাল অফিসে পতাকা উত্তোলনের পর হরিজন স্ত্রী-পুরুষ কর্ম্মীদিগকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

মহকুমা প্রচার বিভাগ কর্তৃক স্থানীয় ছায়াবাণী টকিজে রঘুনাথগঞ্জ স্কুল সমূহের ছাত্রছাত্রীগণকে ও অরঙ্গাবাদ শ্যামল টকিজে নিমতিতা, অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণকে বিভাগীয় চিত্রাদি প্রদর্শন করা হয়।

হরতাল

১৭ই আগষ্ট বুধবার গোয়ায় পর্ত্তুগীজ সরকারের বর্ব্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ-কল্পে জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, হাই মাদ্রাসা, গুরু ট্রেণিং স্কুল, রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রীগণ হরতাল পালন করে।

ইজারদারের জুলুম

রঘুনাথগঞ্জ খেয়াঘাটের ইজারদার মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের নির্দ্ধারিত মাশুল তালিকা প্রকাশ্য স্থানে না রাখিয়া নিজের খেয়াল খুসী মত মাশুল আদায় করেন বলিয়া প্রায় শোনা যায়। ১৭ই আগষ্ট বুধবার প্রাতে পানানগর গ্রামের জনৈক মুসলমান রেশম ব্যবসায়ীর নিকট এক মণ ওজনের রেশম কোয়ার বস্তার মাশুল এক টাকা চার্জ্জ করে। উক্ত ব্যবসায়ীর কাকুতি-মিনতিতে ইজারদার পনর আনায় রাজী হন। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটীর মাশুলের তালিকা উক্ত ব্যক্তিকে দেখাইতে রাজী হন না। আমরা এই বিষয়ে মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পরলোক গমন

গত ২৬শে শ্রাবণ শুক্রবার সন্ধ্যায় রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত রাজানগর গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র দাস মহাশয় ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বহু দিন শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই পুত্র, দুই কন্যা ও বহু পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী এবং আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। স্থানীয় মোক্তার উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি মিষ্টভাষী, সদালাপী সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিয়া স্বজনগণের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

গত ২৯শে শ্রাবণ সোমবার ভবানীপুর কুঠি নিবাসী শ্রীরামপ্রীত পাঁড়ে মহাশয়ের পুত্র রামবিলাস পাঁড়ে ৪০ বৎসর বয়সে তাঁহার কর্ম্মস্থান বনগাঁ বাসাবাটীতে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃতদেহ মোটরযোগে ভবানীপুর আনিয়া সৎকার করা হয়। তিনি অস্থায়ী পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর পদে কার্য্য করিতেন। তিনি বৃদ্ধ পিতা, মাতা, স্ত্রী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক দুই পুত্র ও এক কন্যা এবং সহোদর ভ্রাতাদের রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধা মাতাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের নাই। পরলোকগত আত্মার সদ্গতি কামনা করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ গন্ধসারে সুবাসিত এই পরিস্রুত ক্যাস্টর অয়েল কেশের সৌন্দর্য্য বর্ধনে অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ক্রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

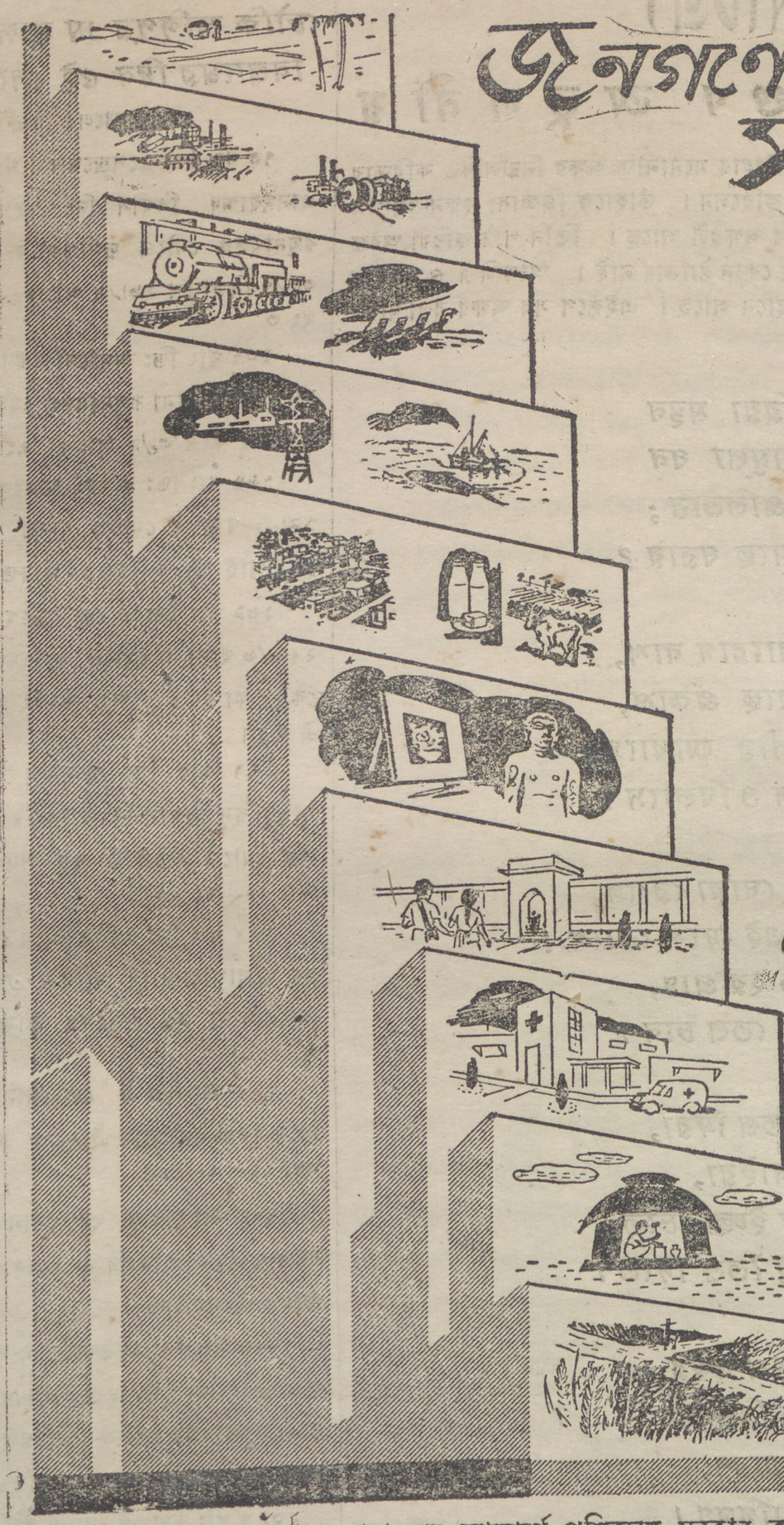

জনগণের সঙ্গে সরকার

গণতান্ত্রিক-সরকার ব'লতে বোঝায়—জনগণ-এর সরকার, জনগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সরকার, আর জনগণের জন্য সরকার। সরকার আর জনগণের এই যুগ্ম সত্তাই গণতন্ত্রের স্বরূপ।

কিন্তু, এর সঙ্গে আরও একটি কথা যোগ করা যায়। সেটি হ'লো—জনগণের সঙ্গে সরকার। অর্থাৎ, গণতান্ত্রিক সরকার জনগণেরই সহযোগী। উভয়ের সহযোগিতা যেখানে বর্তমান, উচ্চাকাঙ্খা আর কর্মপ্রচেষ্টা তো সেখানেই সবচেয়ে বেশি সার্থক হ'য়ে উঠে।

অতীতের অর্থনীতিক বিপর্যয়-দশার ভিতর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আজ চলেছে নিজেকে নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলতে। তার সম্বল হয়তো কম, কিন্তু তার উদ্যমের অন্ত নেই, সদিচ্ছারও অভাব নেই। দেশের সকল জায়গায় সকল লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সে আজ বদ্ধপরিকর।

মাত্র আট বছরের মধ্যে কল্যাণধর্মী এই রাজ্য অগ্রগতির পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। আজ আমরা সেজন্য গর্ব করতে পারি। তবু আরও কাজ বাকি,—সে-কাজ করতে আজ আমরা প্রাণপণ পরিশ্রম ক'রে চলেছি।

স্বাধীনতার এই বার্ষিক-দিবসে, আসুন, আমরা সবাই নতুন বাংলা তথা নতুন ভারত গ'ড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করি।

যেখানে জনগণের সঙ্গে রয়েছেন সরকার, যেখানে উভয়ে উভয়ের সহযোগী, সেখানে স্বপ্ন সফল হবেই, অচিরেই গ'ড়ে উঠ্‌বে

সোনার বাংলা

১৫ আগষ্ট

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন
সুক্ষণে তুলিল এই মহামুল্য ধন
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায় ?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ,
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে !
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা' ঠাকুর)

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৫

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

৭৩ খাং ডিঃ রূপেন্দ্রমোহন খাঁ ভাদুড়ী দিং দেং জানমহাম্মদ বিশ্বাস দিং দাবি ৮৬৸৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দুর্গাপুর ৯-৫১ শতকের কাত ৩৫/৭ নিজাংশে ২৬।/২ আঃ ৫০৲ রায়ত স্থিতিবান খং ৩

১৩৭ খাং ডিঃ অমানো বর্ম্মণ্যা দেং ঝালন বিবি দাবি ২৩।৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তেঘরী ১-১০ শতকের কাত ৩।/৯ আঃ ৫৲ খং ৩৫৩

১৬৭ খাং ডিঃ ঐ দেং অক্ষয়কুমার রায় দিং দাবি ১৯।৶০ থানা ঐ মৌজে বহড়া ১৭ শতকের কাত ॥৶২ পাই আঃ ৫৲ খং ১০ রায়ত স্থিতিবান।

১৬৯ খাং ডিঃ ঐ দেং বক্কেশ্বর সরকার দিং দাবি ২০৸৬ থানা ঐ মৌজে কাশিয়াডাঙ্গা ৩-৬১ শতকের কাত ১৲ আঃ ৪০০৲ খং ১১।১৪ অন্তর্গত ঐ স্বত্ব।

১৭৭ খাং ডিঃ মনোহর দাস মহান্ত দেং সাইফুদ্দিন বিশ্বাস দিং দাবি ২৫।৶৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে খড়কাটী ৫৪ শতকের কাত ১৸৶০ আঃ ৫০৲ খং ৪৩

২০০ খাং ডিঃ অনিলকুমার সেন দিং দেং শরৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং দাবি ২০।/৬ থানা সুতী মৌজে আলোয়ানী ৯১ শতকের কাত ১॥৶৩ আঃ ১০৲ খং ১১৩

২০১ খাং ডিঃ ঐ দেং মোমজান হোসেন মিঞা দাবি ২৩॥৯ মৌজাদি ঐ ৭-৯৯ শতকের কাত ৯৲ আঃ ১৫৲ খং ১৯২

২০২ খাং ডিঃ ঐ দেং মোনতাব হোসেন মিঞা দাবি ২২॥৶৩ মৌজাদি ঐ ১-৭৩ শতকের কাত ৮॥০ আঃ ১০৲ খং ১৯৪

২০৬ খাং ডিঃ মাতয়ালী আবুল হোসেন মহম্মদ কলিমুল্লাহ দেং দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় দিং দাবি ২৩॥৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে খিদিরপুর ১-৪৪ শতকের কাত ৪॥৬ আঃ ৫৲ খং ২৬৯ রায়ত স্থিতিবান।

২০৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৬৯।৬ মৌজাদি ঐ ৬-৪৮ শতকের কাত ২১॥৶১০ আঃ ৪০০৲ খং ১৭৩ রায়ত স্থিতিবান।

১৪১ থাং ডিঃ রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দেং জোহর আলী সেখ দিং দাবি ১৭।/০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে খানপুর ৬০ শতকের কাত ১/৬ আঃ ১০৲ থং ৪৭

১৪৬ থাং ডিঃ সেবাইত রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দেং বসন্তকুমার চৌধুরী দিং দাবি ২৪॥/৩ থানা ঐ মৌজে পাঁচনপাড়া ৫০½ শতকের কাত ২॥/৫॥ আঃ ১৫৲ থং ১০৯

২০৫ থাং ডিঃ মহেশপুর রাজ এষ্টেট দেং মৌলবী বজলল করিম ফজলে মাওলা দাবি ১১৮॥/০ থানা সুতী মৌজে কাদোয়া ৫-৬২ শতকের কাত ১৯।/০ আঃ ৩০০৲ থং ২৫৯

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত নিলামের দিন ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৫

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

৩৯০ থাং ডিঃ সেবাইত রাজা কমলারঞ্জন রায় দেং মণিমালা দেবী দিং দাবি ৫২।/৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে ভুরকুণ্ডা ৩-৮১ শতকের কাত ১৯৫/১ আঃ ২৫৲ থং ২২৬

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

১৯৬ থাং ডিঃ শিবদাস সরকার দিং দেং সরসীলাল হাজরা দাবি ২৩॥/৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে যাদবপুর ১১ শতকের কাত ২।৬ আঃ ৫৲ থং ২০০ কোর্ফা স্বত্ব।

১৩৩ থাং ডিঃ শকুন্তলা দেবী দেং তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং দাবি ৩৯॥/০ থানা সাগরদীঘি মৌজে চামুণ্ডা ১০-৯৪ শতকের কাত ১০/৩ আঃ ১০৲ থং ১১২ অধীনস্থ ৩৬৯ সহ।

১৮৫ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৩/৩ পাই মৌজাদি ঐ ৪-৬৩ শতকের কাত ৭/৮ আঃ ১০৲ থং ১১১ অধীনস্থ সহ।

১৮৭ থাং ডিঃ রাজবাঈ বর্ম্মণ্যা দেং মৃত মদন সরকার ষ্টেটের একজিকিউট্রিক্স চারুশীলা দাসী দিং দাবি ১১॥/৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে নওপাড়া ৬০ শতকের কাত ॥/৬ আঃ ৫৲ থং ২০৮

১৮৮ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১১।/৩ মৌজাদি ঐ ৩৪ শতকের কাত ॥৫ আঃ ৫৲ থং ২১০

১৮৯ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১২৮/৬ পাই মৌজাদি ঐ ৪০ শতকের কাত ১/৯ আঃ ৫৲ থং ২০৯

১৯০ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৭৮/৯ পাই মৌজাদি ঐ ২-১১ শতকের কাত ৭৮১ আঃ ১০৲ থং ২১১

১২২ থাং ডিঃ নির্ম্মলকুমার সিংহ নওলাক্ষা দেং জগন্নাথ মণ্ডল দিং দাবি ১৬॥/০ থানা সাগরদীঘি মৌজে চণ্ডীগ্রাম রঘুনাথপুর ৬৫ শতকের সেস ।১ আনা আঃ ১০৲ থং ৩৮৯

১২৩ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৮৪৮/৯ মৌজাদি ঐ ১১-৭২ শতকের সেস ৩॥/৫ আঃ ২৫৲ থং ৫০

১৪৪ থাং ডিঃ কঃ ম্যাঃ রণেন্দ্রনারায়ণ বাগচী দেং জগদিন্দ্রনাথ চৌধুরী দাবি ১৮॥/৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে ফুলসহরী ১-৬০ শতকের কাত ৩৲ আঃ ৫৲ থং ২০ অধীনস্থ থং ২১

৬ স্বত্ব ডিঃ সৌদামিনী দাস্যা দেং অশ্বিনীকুমার দাস দাবি ১০৯৮/৬ পাই থানা সুতী মৌজে ঘোড়াপাখিয়া গাঙ্গিন ৫৫½ শতকের কাত ২/০ আঃ ৫০৲ থং ২৪৫

১০৪ থাং ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দিং দেং মতিউল্লা বিশ্বাস দাবি ৬২॥৬ পাই থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গাঙ্গাড্ডা ৩-৪২ শতকের কাত ৯/৩ আঃ ৩০৲ থং ৫৮০

নোটিশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী আমার স্বত্ব দখলীয় থানা সাগরদীঘির অন্তর্গত মোড়গ্রাম মৌজার ১৯৬ নং খতিয়ানের ১০৮।৭৭৮।৮৪০।৮৪৮।১৮৩৫ ও ১৮২৪ নং দাগে ৩-৯৬ শতাংশ ও ১৯৯ নং খতিয়ানের ১৪১ ৩০২।৭২৫ নং দাগের ২-৫২ শতাংশ ভূমি ও ৮৮১ নং খতিয়ানের ২৪৮৯ নং দাগের পুষ্করিণীর ৯৫ শতাংশ আমি আমার স্ত্রী শ্রীনিভাননী দেবীর নামে বেনামী করিয়া রাখিয়াছি। উক্ত সমুদয় সম্পত্তি আমার খাস দখলে আছে। উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পক্ষে উক্ত নিভাননী দেবীর কোনও প্রকার স্বত্বাধিকার নাই। কেহ নিভাননী দেবীর নিকট হইতে উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিলে উক্ত সম্পত্তিতে খরিদ্দারের কোনও স্বত্ব বর্ত্তিবে না। তাং ১৩।৮।৫৫

শ্রীলোহারাম দেবনাথ
সাং মোড়গ্রাম, থানা সাগরদীঘি।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পূর্ণপাত্র শূন্য হয়ে আসে ধীরে ধীরে

M.P. 643

মৃত্যুর নিকষকালো তিমিরাবরণ ভেদ ক'রে — মৃত্যুঞ্জয়ীবীরদের অমর বাণী ভেসে আসছে অনির্ব্বাণ জ্যোতিতে যুগে যুগে মানবসভ্যতাকে বর্ব্বরতার সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ দিতে। বুদ্ধ, সক্রেটিস্, শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ — সভ্যতার বন্দনীয় পূজারীর দল আজও আছেন অক্ষয় আলোকে বেঁচে মানব ইতিহাসের মণিময় হর্ম্ম্যে। কালের অমোঘ নিষ্ঠুর হস্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে অগণিত ইতিবৃত্তের ভঙ্গুর তুচ্ছ খেলনা; নামহীন কীর্ত্তিহীন অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেছে কত কত সভ্যতার বিজয়োদ্ধত তোরণ; তবুও সভ্যতার অমরদীপবর্ত্তিকা হাতে ইতিহাসকে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অনন্ত আলোকে, বিচিত্র ধারায়, নব নব সম্ভাবনার পথে; মৃত্যুর মুখ থেকে যে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে জ্ঞানের অমৃতভাণ্ডকে ভাবীকালের মানব বংশীয়দের জন্য — সেই মহান্ উদার, সভ্যতার সুহৃৎ অন্যকেউ নয়, সে আমাদের অতিপরিচয়ের সীমারেখাবদ্ধ — কাগজ

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স

সর্ব্বপ্রকার কাগজ ও ছাপার কালি বিক্রেতা

"ভোলানাথ ধাম" — ৩৩।৫, বিডনষ্ট্রীট, ও ৮০, সিমলা ষ্ট্রীট — কলিকাতা; ৩১—১, পটুয়াটুলি, ঢাকা

(প্রাপ্ত)

পশ্চিম বঙ্গ মিষ্টান্ন কর্ম্মচারী সমিতির একাদশ বার্ষিক সম্মেলন

গত ২৪শে জুলাই ডাঃ বিভাসচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে সমিতির একাদশ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক শ্রীহৃষীকেশ নাগ গত বৎসরের কার্য্য-বিবরণী সভায় পাঠ করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে নিম্নোক্ত-গুলি উল্লেখযোগ্য। ১। দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্যের উপর হইতে বিক্রয়কর রদ, ২। কর্ম্মচারিগণকে কারখানা ও দোকান কর্ম্মচারী আইনের সুবিধা দান, ৩। প্রত্যেক কর্ম্মচারীর চাকুরী স্থায়িত্ব। ৪। কর্ম্মচারিগণের ভবি-ষ্যতের জন্য প্রভিডেন্টের ব্যবস্থা করা, ৫। ধার্য্য ছুটীর সুযোগ হইতে যাতে বঞ্চিত না হয় তার জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের নিকট দাবী জানান হয়। সমিতির তত্ত্বাবধানে সমবায় প্রথায় কয়েকটী এলাকায় দোকান খোলার প্রস্তাবও সভায় গৃহীত হয়। নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের লইয়া ১৯৫৫-৫৬ সালের কমিটি গঠিত হয়। ডাঃ বিভাসচন্দ্র রায় সভাপতি, শ্রীহৃষীকেশ নাগ সম্পাদক, পঞ্চানন যশ ও বিশ্বনাথ বরা সহ-সভাপতি, বিভূতি মুখোপাধ্যায় ও নিকুঞ্জ ধাওয়া সহ-সম্পাদক, ধীরেন্দ্রনাথ রায় কোষা-ধ্যক্ষ এবং প্রহ্লাদচন্দ্র দে, অভিমন্যু রায় চৌধুরী, কালীকৃষ্ণ রায়, পাঁচকড়ি ঘোষ, পঞ্চানন ভৌমিক ও দিবাকর লাহা সদস্য।

নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনা
গড়ে তুলবে সুনাগরিক

নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হ'লো প্রত্যেকের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রথম থেকেই বহুমুখীভাবে বিকশিত ক'রে এমন সুযোগ্য নাগরিক গ'ড়ে তোলা, যাঁরা ভবিষ্যতে সামাজিক ও জাতীয় ক্রিয়াকর্মে প্রতিভার পরিচয় দেবেন।

ইতিমধ্যেই ৩০০র বেশী নিম্ন-বুনিয়াদী-বিদ্যালয় স্থাপন করে স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী কৃষি ও অন্যান্য হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৫৬-৫৭র মধ্যে এই ধরণের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮০০ হ'বে বলে আশা করা যায়। পাঁচ বছর পরে এই সব নিম্ন-বুনিয়াদী-বিদ্যালয়গুলিকে, উচ্চ-বুনিয়াদী-বিদ্যালয়ে (হাই স্কুল) পরিণত করা হ'বে ও তাতে উচ্চ-বিদ্যালয়ের (হাই স্কুলের) শিক্ষা-মান অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু হ'বে। আগেকার প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় যেখানে শিক্ষার্থী পিছু বছরে খরচ পড়ত প্রায় ১৬.৬ টাকা, নতুন এই বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় সেখানে খরচ পড়বে প্রায় ২১.৬ টাকা।

বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা যাতে কারিগরী বিদ্যায় আরও দক্ষ হয়ে ওঠে—পশ্চিমবঙ্গে তার সুযোগ-সুবিধা আরও ব্যাপকভাবে দেখা দিচ্ছে। এছাড়া, যাদের লেখা পড়ার বয়স পার হ'য়ে গেছে কিম্বা সাংসারিক কাজকর্মে আবদ্ধ থেকে যাঁরা এতদিন লেখা পড়ার সুযোগ পান নি, সেই সব বয়স্কদের জন্যও বিভিন্ন সামাজিক-শিক্ষা ও যুব-কল্যাণ-পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়েছে—যাত্রা, কথকতা, কবিগান, মুক্ত-প্রাঙ্গণ-শিবির ইত্যাদির মধ্য দিয়েও তাঁদের নানারকম সামাজিক-শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

	১৯৪৭	১৯৫১	১৯৫৪
প্রাথমিক-বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৩,৭৭২	১৪,৬৯৭	১৬,৮৮৯
বুনিয়াদী-বিদ্যালয়ের সংখ্যা	—	৮৩	২৭৫
নিম্ন-উচ্চ-বিদ্যালয়ের সংখ্যা	২৮৫	১,২৬১	১,৪০৭
উচ্চ-বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৭৬১	১,১০৭	১,৪২০
কলেজের সংখ্যা	৫১	৯০	৮৯
কারিগরী-বিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যা	৯০	৯৪	১৪৪
শিক্ষা কেন্দ্র	৪১২	৮৩২	২,০৬৯

১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষা-খাতে ধার্য্য করেছিলেন ২.৯৭ কোটি টাকা ১৯৫৫ সালে করেছেন ৮.৯৯ কোটি টাকা। এইভাবে সুষ্ঠু শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনা ও শিক্ষা-বিস্তারের মধ্য দিয়েই

গড়ে উঠবে
সোনার বাংলা

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

EF-2A-855